

শিল্প ও ষষ্ঠ শ্রেণি মংস্কৃতি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর পুনর্বাসন, স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, মাত্র দশ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়ন এ সবই বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

শিল্প মংস্কৃতি

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

মঞ্জুর আহমদ
তানজিল ফাতেমা
ড. মোঃ কামালউদ্দিন খান
শেখ নিশাত নাজমী
কামরুল হাসান ফেরদৌস
মোঃ রেজওয়ানুল হক
মুহাম্মদ রাশীদুল হাসান শরীফ
তানজিনা খানম
সুলতানা সাদেক

সম্পাদনা

অধ্যাপক নিসার হোসেন
মঞ্জুর আহমদ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

রাসেল রানা
এস এম রাফিবুর রহমান

প্রচ্ছদ চিত্রণ

সৈয়দ ফিদা হোসেন

রিস্কা পেইন্টিং

সৈয়দ আহমাদ হোসেন
রফিকুল ইসলাম

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরন, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশে রয়েছে অনেক জাতিসত্তা আর সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের দেশের এই নানা জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে নিজস্ব জীবন ধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হরেক রকমের সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের দেশকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের সংস্কৃতি হলো আমাদের শিকড়। শিকড়ের সাহায্যে গাছ যেমন পুষ্টি পায়, বেড়ে ওঠে তেমনি আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে শিকড় বা মূল হিসেবে গণ্য করে হয়ে উঠব বিশ্বনাগরিক।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্কভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিই হলো আমাদের আনন্দ আর শিল্প সৃষ্টির অপার ভূবন। প্রকৃতিতে রয়েছে প্রাকৃতিক নানা বিষয়বস্তু ও উপাদান। আকাশ, বাতাস, পানি, মাটি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নদী, পাহাড়, গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি এসব বিষয়বস্তু ও উপাদানের আকার-আকৃতি, গড়ন, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ, ভঙ্গি বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলিত করে।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্ম-ত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখব ‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়টির মধ্য দিয়ে।



সূচিপত্র

আনন্দধারা	১ - ৬
শীত-প্রকৃতির রূপ	৭ - ১২
পলাশের রঙে রঙিন ভাষা	১৩ - ১৮
স্বাধীনতা তুমি	১৯ - ২৪
নব আনন্দে জাগো	২৫ - ৩২
আত্মার আত্মীয়	৩৩ - ৪৪
বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে	৪৫ - ৫৭
টুঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটি	৫৮ - ৬৫
শরৎ আসে মেঘের ভেলায়	৬৬ - ৭৮
হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে	৭৯ - ৮৬
বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী	৮৭ - ৯৩

